

এক হতাশ সফটওয়্যার প্রকৌশলীর দিনলিপি

রিন্টু, মেধাবী সহজ সরল একটি ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন, জীবনে বড় হয়ে মা বাবার মুখে হাসি ফোটাতে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক দুটোতেই জিপিএ ৫.০০ পেয়েছে দিন রাত পোড়াশোনা করে। মানুষের মুখে শুনছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরলে নাকি অনেক বড় হতে পারবে। সেই জন্য, রোবটের মত খেটে, সারা দিন-রাত পড়াশোনা করে, চুল-দাড়িতে রবিন্দ্রনাথ হয়ে স্বপ্নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেল। এইবার বন্ধুদের কাছ থেকে শুনল যে, ভাল সাবজেক্টে না পড়লে নাকি দাম নাই। বহু জনের বহু উপদেশে-নিষেধের মারপেচ থেকে বের হয়ে সিদ্ধান্ত হল, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটা সাবজেক্ট আছে, সেটাতে পরলে জীবনে উন্নতি করা যাবে। ভর্তি হওয়ার পর প্রথম ক্লাস-

-রিন্টু: ভাই, (পাশের একজনকে) কম্পিউটারটা চালু করতাম পারতছি না। ইটু হেল্প করতে পারবা?

-রিন্টু বন্ধু: (কিছুক্ষন ধরে তাকিয়ে থেকে) ভাই তুমি মনে এই প্রথম কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছ?

-রিন্টু: হু ভাই।

-রিন্টুর বন্ধু: ঠিক আছে দেখ, এইয়ে এই বাউনে চাপ দিলেই চালু হয়।

ক্লাস শেষে হোস্টেলে ফেরত যাওয়ার সময় রিন্টু মনে মনে ভাবছে, “কি হুনলাম কেলাসো এগিলা, মাথায় ত কিছুই ডুকল না। প্রসেসর, মাদার বোর্ড, রেম মেশিন লেগুয়েজ। এত জামেলা।”

পরের ক্লাস শেষে, “সাবজেক্ট টার পড়াশোনা ত খুব কঠিন মনো অইতাছে। কিয়ের ইঙ্কলুড, মেইন, প্রিন্ট এফ, এইসব কেমনে কি?” পরের দিন-

ক্লাসে স্যার যখন সবাইকে কম্পিউটারে প্রোগ্রাম লেখতে বলল। সম্পূর্ণ কিবোর্ড খুজে অক্ষর বের করে কচ্ছপ গতিতে টাইপ করছে রিন্টু,

-রিন্টু: (পাশের বন্ধু সৈকতকে) “ভাই, প্রিন্ট এফ এ একটা এফ বেশি পরে গেছে, কাটতে পারতামি না একটু হেল্প করলে বালা হয়।”

-সৈকত: হা হা (আস্তে আস্তে)। “আরে বন্ধু এইটা বেকস্পেস বাটন, এইটাতে চাপলেই হয়। (মনে মনে) ছেলেটার জন্য মায়া হয়।”

এভাবে মধ্যপর্ব পরিক্ষা এসে গেল, ইতি মধ্যে কিছু বুজতেও পেরেছে। কিন্তু সবার সাথে মিসতে পারতেছে না। স্যার দেব সাথে কথা বলতেও ইতস্তত বোধ করে। পরিক্ষা দিয়ে ৫০ এ ১৫ পেয়ে হতাশ। আবার শুনল যে সিজিপিএ নাকি ভাল না হইলে দাম নাই। সুতরাং রেজাল্ট ভাল হইতে হবে। হোস্টেলে যাওয়ার পথে হতাশাচ্ছন্ন রিন্টু হাটে হাটে চিন্তা করছে, “শেষ জীবনে আইসা কি লাইফটা তেজপাতা হইয়া যাইব? না। ভাল কইরা কাল থেকে পড়া শুরু করমু। এত কষ্ট করে চান্স পাইছি যেহেতু অবশ্যই পারমু।”

...১০ দিন পর:

আজ সে সাপ-লুডু গেম তৈরি করছে। স্যার আস্যাইনমেন্ট দিয়েছে।

রিন্টু: প্রগ্রামিং করাটাত দারুন একটা জিনিস। এত কিছু করা যায় এইটা দিয়ে।

১ মাস পর...

রিন্টু ভাবছে, “বারিতে ত অনাকাঙ্ক্ষিত জলবাইয়ুর পরিবর্তনের অনেক ফসল নষ্ট হইছে। একটা প্রোগ্রাম করি যেটা চাষিদের জলবায়ু বিষয়ে টিপস দিবে।”

রিন্টু লেগে পরল এই এপ তৈরি করার জন্য।

...১ম সেমিষ্টার ফাইনাল পরিক্ষা রেসাল্ট হবে আজ।

রিন্টু সিজিপিএ ২.৮০। সুতরাং হতাশ। মাথার মধ্যে যেন আকাশটা ভেঙে পরছে। হতাশায় চেহারাটা কাল হইয়ে গেছে একদম। রিন্টু ভাবছে, “না। আমার দ্বারা জীবনে কিছু করা সম্ভব না। মা-বাপের টেকাগুল্য খালি নষ্ট করতামি।.....”

হতাশ রিন্টু নিজেকে এইসব আবল-তাবল বলতে বলতে হোস্টেলে গিয়ে ঘুমিয়ে পরে।

এক অদ্ভুত লোক গুরুগম্বীরভাবে রিন্টুকে বলছে, “রিন্টু তুই শেষ, তুই কিছুই করতে পারবি না জীবনে”

রিন্টু উচ্চস্বরে বলল, “কে তুমি, কে কো।” রিন্টু দেখল তার পাশের বন্ধু তাকে ডাকছে, আর বলছে, “এই রিন্টু, ঘুমের মধ্যে কি হল তর?” রিন্টু দেখল এইটা স্বপ্ন ছিল। আর কিছু না।

...২য় সেমিষ্টার

রিন্টুর প্রোগ্রামিং করতে খুব ভালই লাগে। চারিদিকের সমস্যাগুলি প্রোগ্রামের দ্বারা সমাধান করার চেষ্টা করে থাকে সে।

রিন্টু তার কৃষি বিষয়ক এপটির কাজ চালিয়ে যায়।

...২য় সেমিষ্টার রেসাল্ট

সিজিপিএ ২.৭৫। আরেকবার হতাশ।

-রিন্টু: (তার বন্ধুকে) সৈকত, রেসাল্ট কত?

-সৈকত: ৩.৭৫। তুই কত পাইছস?

-রিন্টু: আরে রেসাল্ট দিয়া কি করমু জীবনে? একদিন ত মরেই যাব।

এই কথা বলে রিন্টু কোন রকমে পালায়।

...৩য় সেমিষ্টার।

রিন্টু তার এপ টি সম্পূর্ণ করে। জাতীয় এপ কন্টেস্টে এই এপটি সে পার্ঠায়।

...১ মাস পর, রিন্টুর মোবাইলে মেসেজ আসে, “Congratulations Dear participant, your app is selected for the first position. You are requested to attend”

এতদিনের হতাশাটা মনে হয় কিছুটা হলেও কমেছে রিন্টুর। আর তার বন্ধুরা ড্রিট খাওয়ার জন্য পাগল গেছে।

...৫ম সেমিষ্টার,

রিন্টু দেখল সার্চ ইঞ্জিন খুব ধীর গতিতে কাজ করছে। রাতে সে চিন্তা করে একটা আইডিয়া বের করল। সে সার্চিং প্রসেসকে পেরালেলি স্প্লিট করার একটা আলগরিদম আসল তার মাথায়। তার পর সেটা বাস্তবায়ন করতে লেগে পরল।

...৮ম সেমিষ্টার শেষ।

রেসাল্ট ২.৭৮। রিন্টু কাছে হতাশা আর নতুন কিছু না। হতাশার অনুভূতিতে ঝং ধরে গেছে।

মনে মনে ভাবে, “যা হবার হইব নে, একদিন ত মরেই যাব।” এই বাক্য ছাড়া আর কোথাও থেকে যেন অনুপ্রেরনা পায় না।

...৬ মাস পর,

রিন্তু তার সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের সফটওয়্যারটি তৈরি করা কাজ সম্পূর্ণ করে পাবলিশ করে।

...৩ দিন পর,

রিন্তুর মোবাইলে একটি অজানা নাম্বার থেকে কল আসে। কলটি ধরার পর সে শনল একজন বলছে, "hello, are you Rintu Rahman?"

Rintu: "Yes".

Caller: "I am Jon kin, I am the CTO of Google, and we want you to be senior software engineer in our software control management unit. Will you join our company please?"

রিন্তু যা বলার বলে দিল।

রিন্তু একটু ভয়ে আছে, একটু পরে যদি দেখে, সে বিছানায়। এইগুলো কি স্বপ্নে হচ্ছে না তো।

না এটা স্বপ্ন ছিল না, এটা বাস্তবই ছিল।

...রিন্তুর প্রাথমিক বেতন হয় ২০ লাফ টাকা। গ্রামের উল্লয়নেও সে ভূমিকা রাখছে। আজ তার মা-বাবা ও গ্রামবাসী তাকে নিয়ে গর্বিত।